পুরুষোত্তম ব্রত মহিমা

অহমেতৈর্যথালোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্বে যে গুণাময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত– এই অধিমাসও তদ্রূপ ত্রিলোকে পুরুষোত্তম বলে বিখ্যাত হবে। আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে, সে সব আমি এই মাসে অর্পণ করলাম। আমার সদৃশ হয়ে এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হবে।

পুরুষোত্তম ব্রত মহিমা

প্রথম প্রকাশ
অক্ষয় তৃতীয়া ২০১৮, ৩০০০ কপি

প্রকাশক
শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

হরেকৃষ্ণ পাবলিকেশন্স

৭৯ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।
ফোন : ০২-৯৫১১৯৫৬-৭
মোবাইল: ০১৭৩০০৫৯২০২, ০১৭৩০০৫৯২০৮, ০১৭১৫৭৫৮৯৪৮
ইমেইল- hkpublications@gmail.com fb\HKPublications

সংকলনে
রসিক কানাই দাস

Purusottama Vrata Mahima : (The glories of Purusottama Vrata).
Published by Sri Charu Chandra Das Brahmacary of Hare Krishna Publications, 79, Swamibagh Road, Dhaka-1100, Bangladesh.

ISBN: 978-984-91407-7-1

সূচিপত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কীর্তন করুন এবং সুখী হোন।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

পুরুষোত্তম মাস

বাংলা বর্ষপঞ্জিতে মোটামুটি দুই থেকে তিন বছর পরপর একটি অধিক মাস দেখা যায়। চান্দ্র ও সৌরবর্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত একটি মাস হিসাব করা হয় । এই অতিরিক্ত মাসটিকেই পুরুষোত্তম মাস বলা হয়। এটি অনেকটা ইংরেজি অধিবর্ষের মতো।

যেহেতু অধিমাসে কোনো পালনীয় তিথি বিদ্যমান থাকে না, তাই কোনো বৈদিক কর্মকাণ্ড এই মাসে পালিত হয় না। সেজন্য স্মার্ত পণ্ডিতেরা অধিমাসকে ‘মলমাস’ বা ‘মলিনমাস’ বলে ঘৃণা করেন। কিন্তু পরমার্থ-শাস্ত্র এ অধিমাসটিকে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছে। যেহেতু এ মাসটি সকল প্রকার সকাম কর্মশূন্য, তাই সেটি হরিভজনের জন্য অধিক উপযোগী। স্বয়ং

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমপবিত্র বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাস অপেক্ষা এই অধিমাসকে অধিক মহিমা প্রদান করেছেন এবং একে নিজ নাম 'পুরুষোত্তম' দ্বারা অলঙ্কৃত করেছেন।

পুরুষোত্তম মাস কেন হয়

প্রাচীন জ্যোতিষ-গ্রন্থাবলিতে অধিক মাস সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। আমরা যে গৌরাব্দ পঞ্জিকা ব্যবহার করি এটি সরাসরি চান্দ্রীয় বর্ষগণনা পদ্ধতির নয়, আসলে চান্দ্র ও সৌরবর্ষের একটি মিশ্রণ। এ বিষয়ে জানতে হলে প্রথমে সৌর ও চান্দ্রমাসের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে হবে।

সৌর ও চান্দ্রমাস : 'রাশি সংক্রমণাৎ সৌর'– রাশিচক্রে যে বিন্দু হতে গ্রহসমূহের অবস্থান নির্ণয় করা হয়, তাকে আদিবিন্দু বলে। গৃহীত স্থির আদিবিন্দু হতে ত্রিশ অংশ অন্তরে সূর্যকেন্দ্র আসলে তাকে সংক্রান্তি বলা হয়। এক সংক্রান্তি থেকে অপর সংক্রান্তি পর্যন্ত সৌরমাস গণনা করা হয়। গড়ে প্রতি সৌরমাসের দৈর্ঘ্য ৩০ দিন, ১০ ঘণ্টা, ৩০ মিনিট, ৪৬ সেকেন্ড। ১ সৌরবর্ষে মোট ৩৬৫.২৫৮৭ দিন। আবার, 'দর্শান্তশ্চান্দ্রমাসকঃ'– কোনো সৌরমাসে যে অমাবস্যা হয়,

তার পরবর্তী দিন থেকে যে মুখ্য চান্দ্রমাস ধরা হয়, তার নাম ঐ সৌরমাসের নামে নামাঙ্কিত করা হয়। গড়ে প্রতি চান্দ্রমাস ২৯ দিন, ১২ ঘণ্টা, ৪৪ মিনিট, ৩ সেকেন্ডে পূর্ণ হয়। চান্দ্র বছরে মোট ৩৬০টি তিথি থাকে।

লক্ষণীয় যে, প্রতি চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের দৈর্ঘ্যের পার্থক্যের কারণে প্রতি মাসে ১৯ থেকে ২৬ ঘণ্টার (গড়ে ২৩ ঘণ্টা, ৩৭ মিনিট ও ২৮ সেকেন্ড) একটি ব্যবধান থেকে যায়। অর্থাৎ চান্দ্রবর্ষের ৩৬০টি তিথিতে সর্বমোট ৩৫৪.৩৬ সৌরদিন লাগে। ফলে প্রতি বছর চান্দ্র ও সৌরমাসের মধ্যে ১০ দিন, ২১ ঘণ্টা, ৩৫ মিনিটের পার্থক্য হয়। এই অতিরিক্ত ১০ দিন ২১ ঘণ্টা (২৯.৫৩*১০.৬৩) গড়ে ২.৭১ বছর বা ৩২.৫ মাসে সমন্বয় করা হয়। ৩২টি সৌরমাসের জন্য ৩৩টি চান্দ্রমাস। মোটকথা, চান্দ্র ও সৌর বর্ষের মধ্যে সমন্বয় রাখার জন্য তিনটি সৌর বছরের মধ্যে একটি অতিরিক্ত মাস সমন্বয় করতে হয়। সাধারণত, প্রতি ১৯ বছরে ৭টি অধিমাস পরে। এটি নির্ভর করে গ্রহসঞ্চারের সময়ের ওপর ভিত্তি করে। কখনো সেটি ২৮ মাস, কখনো ৩১, ৩২, ৩৩ বা ৩৫ মাস হতে পারে। এজন্য মহাভারতে পাঁচ বছরে দুটি অতিরিক্ত মাসের কথা বলা হয়েছে।

কেননা প্রতি তিনবছর পর পর এমনটি সময় আসে যখন সূর্যের একটি রাশিতে ভ্রমণের সময়ে বা একটি সৌরমাসে দুটি অমাবস্যা বা তিনটি প্রতিপদ চলে আসে। প্রথম প্রতিপদের পর থেকে অধিক মাস শুরু হয়। দ্বিতীয় অমাবস্যা পরবর্তী প্রতিপদ থেকে প্রকৃত

সৌরমাস হিসাব করা হয়। অধিক মাসে সৌর সংক্রান্তি হয় না। অধিক মাসকে সৌরবছরের কোনো মাসের সাথে সংযুক্ত করে নামকরণ করা হয়। যে চান্দ্র মাসে সূর্য একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করে না, বরং মাসজুড়ে একটি নির্দিষ্ট রাশিতেই অবস্থান করে, তাহলে সেই মাসটির নাম পরবর্তী মাসের নাম অনুসারে হয় এবং এর সাথে 'অধিক' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়। কার্তিক ও মাঘ মাসে কখনো অধিক মাস হয় না।

উদাহরণ হিসেবে, যদি কোনো মাসে সূর্য মেষ রাশিতে গমন না করে পূর্ববর্তী রাশিতেই স্থিত থাকে, তবে ওই মাসটির নাম হবে অধিক চৈত্র মাস। পরবর্তী মাসে সূর্য অন্য রাশিতে গমন করে, তাই সেই পরবর্তী মাসটি শুধু চৈত্র নামে পরিচিত হয়।

এই অধিমাস সংযোজন কৃত্রিম নয়, বরং স্বাভাবিক। উপরন্তু বৈদিক শাস্ত্রের অভ্রান্ততার একটি নিদর্শন। অতিরিক্ত মাসের সমন্বয় না করা হতো তবে কী হতো? তখন আমরা বিভিন্ন ঋতুতে পালনীয় ভগবানের ব্রত-উৎসবাদি উদ্‌যাপন করতে পারতাম না। তখন বৈশাখ মাসের গ্রীষ্মের দাবদাহের সময় পালিত চন্দনযাত্রা মহোৎসব কখনো কখনো চলে যেত মাঘ মাসের হাড় কাঁপানো শীতের সময়। এই গরমিল দূর করার লক্ষ্যেই অধিমাসের সংযোজন।

পুরুষোত্তম মাসের মহিমা

বছরে বারোটি মাসের আধিপত্য দেখে, অধিকমাস বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণকে নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করেছিলেন। তিনি কৃপাপূর্বক অধিমাসকে সঙ্গে নিয়ে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপনীত হলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন–

অহমেতৈর্যথালোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্বে যে গুণাময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ ॥
জগৎপূজ্য জগদ্বন্দ্যো মাসোহয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্বে মাসাঃ সকামশ্চ নিষ্কামোহয়ং ময়া কৃতঃ ॥

অকামঃ সর্বকামো বা যোহধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্ ॥
কদাচিন্মম্ ভক্তানামপরাধোহতিগণ্যতে।
পুরুষোত্তম ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন ॥
য এতস্মিন্মহামূঢ়া জপ দানাদি বর্জিতাঃ।
সৎকর্ম স্নানরহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ ॥
জায়ন্তে দুর্ভাগা দুষ্টাঃ পর ভাগ্যেপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেহপি শশশৃঙ্গবৎ ॥
যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেহস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন পুত্র সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোকবাসভাক ॥

"হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত– এই অধিমাসও তদ্রূপ ত্রিলোকে পুরুষোত্তম বলে বিখ্যাত হবে। আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে, সে সব আমি এই মাসে অর্পণ করলাম। আমার সদৃশ হয়ে এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হবে। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগৎবন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম, এই মাসটি নিষ্কাম। যিনি সকল প্রকার কামনা শূন্য বা সকল কামনা যুক্ত হয়েও এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম ভস্মসাৎ করে আমাকে প্রাপ্ত হন। যদিও আমার ভক্তদের কদাচিৎ অপরাধ হয়, কিন্তু এই পুরুষোত্তম মাসে ভক্তদের কখনই অপরাধ হবে না। যে সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি বর্জিত ও

সৎকর্ম-স্নানাদি রহিত থাকে এবং দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবী হয়ে স্বপ্নেও কোনো সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক অর্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-লাভে সুখ ভোগ করে অবশেষে গোলোকবাসী হন।"

একবার নৈমিষারণ্যে হাজার হাজার ঋষি সমবেত হয়ে তপস্যা করছিলেন। সৌভাগ্যবশত শ্রীসুত গোস্বামী তাঁর শিষ্যগণের সাথে সেখানে উপস্থিত হলেন। মুনিগণ তাঁকে দর্শন করে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং একটি উত্তম ব্যাসাসন প্রদান করলেন।

মুনিগণ করজোড়ে বলতে লাগলেন, "হে সুত গোস্বামী! আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চমৎকার এবং আশ্চর্য লীলাকথা শ্রবণ করলাম। বৈদিক জ্ঞান অত্যন্ত জটিল ও রহস্যময়। তাই প্রশ্ন, কীভাবে এই ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারব?"

শৌনকাদি ঋষিগণের অনুরোধে সুত গোস্বামী বলতে লাগলেন, "হে মুনিবৃন্দ! শ্রবণ করুন। আমি সর্বপ্রথম পুষ্কর তীর্থে গিয়েছিলাম। এরপর হাজার হাজার তীর্থ ভ্রমণ করে হস্তিনাপুরে পৌঁছাই। সেখানে গঙ্গার তীরে পরীক্ষিত মহারাজ অসংখ্য ঋষিগণের সঙ্গে প্রায়োপবেশনে ছিলেন। তখন শুকদেব গোস্বামী সেখানে আগমন করলেন। তখন সকলেই তাঁকে

শ্রদ্ধার সাথে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। তাঁরা শুকদেব গোস্বামীকে উচ্চ আসন প্রদান করলেন। তিনি পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবত কথা শ্রবণ করালেন। এখন আমি আপনাদেরকে ভগবানের সর্বাকর্ষক লীলাকথা বলব।

একবার শ্রীনারদ মুনি বদরিকাশ্রমে শ্রীনারায়ণ ঋষির কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর পাদপদ্ম থেকে অলকানন্দা প্রবাহিত হচ্ছিল। নারদ মুনি নারায়ণ ঋষিকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদনপূর্বক প্রার্থনা করলেন, "হে দেবেশ্বর! হে দয়ানিধে! হে লোকস্রষ্টা! আপনি পরমসত্য। আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করছি। হে প্রভু! এই জড়জগতে সবাই ইন্দ্রিয় তর্পণে কতই না ব্যস্ত। তারা জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। তাই এ সমস্ত গৃহস্থ এবং আমার ন্যায় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীগণের আচরণীয় এমন কোনো একটি পন্থা বলুন, যাতে আত্মোপলব্ধি লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।"

নারদের মধুর বচন শ্রবণ করে শ্রীনারায়ণ ঈষৎ হাস্য করে বললেন, "হে নারদ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ কর। এতে তোমার পাপরাশি ধ্বংস হবে। আমি জানি তুমি তা পূর্ণরূপে অবগত আছো। কিন্তু জনকল্যাণার্থে আবারও জিজ্ঞাসা করছ। তাই আমি তোমাকে পুরুষোত্তম ব্রতের মহিমা বলছি। এটি শুধু জাগতিক সুখই প্রদান করে না, ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার যোগ্যতাও প্রদান করবে।"

নারদ বললেন, "হে ভগবান! আমি কার্তিক, চৈত্র প্রভৃতি সকল মাসেরই মহিমা শুনেছি। কিন্তু পুরুষোত্তম মাসটি কীরূপ? হে দয়ানিধি, আমাকে এই পবিত্র মাস সম্পর্কে বলুন। কীভাবে এ মাসকে মহিমান্বিত করা উচিত? আমি কি মন্ত্রই বা জপ করব? আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন।"

শ্রীনারায়ণ বললেন, "হে নারদ! পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদে এবিষয় আলোচিত হয়েছিল। একবার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সাম্রাজ্য, রাজপ্রাসাদ এমনকি দ্রৌপদীকেও পাশাখেলায় পণ রেখেছিলেন। সেই খেলায় দুর্যোধনের নিকটে তিনি হেরে যান। তখন রাজসভায় দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদী অপমানিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বস্ত্রহরণজনিত লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে রক্ষা করেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ তখন স্ত্রী ও ভ্রাতাগণসহ কাম্যবনে বাস করতে শুরু করেন।

একবার দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সেই বনে পাণ্ডবদের দেখতে যান। পাণ্ডবেরা ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করলেন। তাদের দুঃখ দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। তিনি দুর্যোধনের প্রতি সক্রোধ বচন বলতে লাগলেন। তখন মনে হলো ভগবান যেন সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করে দেবেন। তাই পাণ্ডবগণ ভগবানের নিকটে বিনম্র চিত্তে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। অর্জুনের বিনম্র প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান শান্ত হলেন এবং বলতে লাগলেন, "হে অর্জুন! তোমাদের সবাইকে দর্শন করে এবং তোমাদের

ভক্তিতে, ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে আমি এখন তোমাদের পুরুষোত্তম মাসের অত্যাশ্চর্য মহিমা বর্ণনা করব।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে পুরুষোত্তম মাসের মহিমা শ্রবণ করে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত উৎফুল্ল হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর দিকে করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে অর্জুনকে বলতে লাগলেন, "হে পুরুষব্যাঘ্র, তোমরা কি তোমাদের দুঃখের কারণ জানো? তোমরা আমার প্রিয় ও অত্যন্ত দুর্লভ পুরুষোত্তম ব্রত পালন করনি। এজন্যই তোমরা দুঃখ পাচ্ছ। তোমরা ব্যাসদেবের উপদেশে সমস্ত বর্ণাশ্রমোচিত আচার পালন করেছ। কিন্তু পুরুষোত্তম মাসের পূজা না করা পর্যন্ত আমাতে শুদ্ধভক্তি লাভ করতে পারবে না।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, "আমি এখন দ্রৌপদীর পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বলব। পূর্বজন্মে দ্রৌপদী মেধা ঋষির কন্যা ছিলেন। শৈশবেই তার মাতৃবিয়োগ হলে তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে পালিত হন। তিনি দিনে দিনে যৌবন প্রাপ্ত হলেন। তিনি খুব সুন্দরী হলেও পিতা তাঁর বিবাহের কোনো বন্দোবস্ত করতে আগ্রহী ছিলেন না। বান্ধবীদের পতি-পুত্রসহ সুন্দর সংসার দেখে তার দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেল। এরমধ্যেই হঠাৎ একদিন তার পিতৃবিয়োগ হলো।

তখন তার অবস্থা আরও শোচনীয় হলো। সৌভাগ্যক্রমে একদিন দুর্বাসা মুনি সেখানে আগমন করলেন। মহান মুনিকে দর্শন করে তিনি প্রণতি নিবেদন করে ফল-মূলাদি ও পুষ্প নিবেদন করলেন। দুর্বাসা মুনি আশীর্বাদ দিতে উদ্যত হলে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। মুনিবর তখন তার শোকের কারণ জানতে চাইলেন। সেই ব্রাহ্মণকন্যা বলতে লাগলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবকিছুই জানেন। এ জগতে আমার কোনো আশ্রয়দাতা নেই। আমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন গত হয়েছেন। আমার পিতা কিংবা কোনো বড় ভ্রাতা নেই। আমার স্বামীও নেই যে আমাকে রক্ষা করবেন। হে মুনিবর, আমাকে এ সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি দান করুন।"

তার প্রার্থনা শ্রবণ করে ও অবস্থা বিবেচনা করে দুর্বাসা মুনি তাকে কৃপা করতে মনস্থ করলেন। দুর্বাসা মুনি বললেন, "হে সুন্দরী, আগামী তিন মাসের মধ্যে পরমপবিত্র পুরুষোত্তম মাস শুরু হবে। এই পবিত্র মাসটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট সবথেকে প্রিয়। এ মাসে কেবল একবার পূণ্যস্নান করেই যেকোনো নর-নারী সমস্ত পাপ হতে মুক্তিলাভ করতে পারে। এই মাস সকল মাস হতে শ্রেষ্ঠ। অন্য সমস্ত মাসের মহিমা এ মাসের এক কলা বা ষোলো ভাগের এক ভাগেরও সমান নয়।

এ মাসে এমনকি মাত্র একবার কোনো পুণ্যতীর্থে স্নান করলে বারো হাজার বছর ধরে গঙ্গাতে স্নান করার সমান ফল বা বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে প্রবেশ করলে গঙ্গা বা গোদাবরী স্নানে যে ফল লাভ হয়, তা প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে। যদি তুমি এ মাসে একবার স্নান কর, দান কর এবং কৃষ্ণনাম কর, তাহলে তোমার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে। তুমি সর্বসিদ্ধি লাভ করবে এবং তোমার সকল মনোবাসনা পূর্ণ হবে। দয়া করে আমার উপদেশ অনুসরণ কর। দয়া করে আসন্ন পুরুষোত্তম মাসকে যত্নসহকারে পূজা করতে ভুলো না।"

এ কথা বলে দুর্বাসা ঋষি নীরব হলেন। দুর্ভাগ্যবশত সেই ব্রাহ্মণকন্যা তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন না। বরং ক্রোধান্বিত হয়ে নিন্দাপূর্ণ বাক্য করতে লাগল, "হে মহামুনি, আপনি মিথ্যা বলছেন। কীভাবে এই অতিরিক্ত মাসটি, যাকে মলমাস বলা হয়, তা অন্য সকল মাস এমনকি, কার্তিক বা মাঘ বা বৈশাখ হতেও শ্রেষ্ঠ হবে? আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি আমাকে প্রতারিত করার চেষ্টা করছেন। এই অতিরিক্ত মাসে সব রকম শ্রেষ্ঠ কর্ম অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়।" তার এসকল কথা শুনে দুর্বাসা ঋষি ক্রোধান্বিত হলেন। তাঁর চোখ উত্তপ্ত তাম্রগোলকের ন্যায় লাল হয়ে গেল। কিন্তু বালিকাটির অসহায় অবস্থা বিবেচনা করে তিনি নিজেকে সংবরণ করে বলতে লাগলেন, "রে দুর্মতি! তোর পিতা আমার

বাল্যবন্ধু। তাই তোকে অভিশাপ দিচ্ছি না। তার উপরে এখন তোর নিতান্ত করুণ অবস্থা। মুর্খেরা বৈদিক সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আমার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য আমি কোনো অপরাধ নিচ্ছি না। কিন্তু পুরুষোত্তম মাসের প্রতি অবজ্ঞার কোনো নিস্তার নেই। আগামী জন্মে নিশ্চয়ই তোকে এর ফল ভোগ করতে হবে।" দুর্বাসা মুনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, "হে অনঘ! দুর্বাসা মুনি চলে যাওয়ার সাথে সাথে সেই ব্রাহ্মণকন্যা তার সমস্ত ঐশ্বর্য হারাল। পুরুষোত্তম মাসের প্রতি অপরাধের ফলে সে কুৎসিত দেহ লাভ করল। তখন সে মহাদেব শিবের আরাধনা করতে মনস্থ করল।"

ধ্যানে তার নয় হাজার বছর অতীত হলে শ্রীশিব তার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবের দিব্যপ্রভাবে সে পুনঃযৌবন প্রাপ্ত হলো। তার সকল দৈহিক বৈকল্যও দূরীভূত হল। তাকে আবারও পূর্বের ন্যায় দেখতে লাগল। সে বৈদিক মন্ত্রে শিবের স্তুতি করতে লাগল। তখন শিবজী বলতে লাগলেন, "হে তপস্বীনি, সৌভাগ্যবতী হও। তুমি বর কামনা কর। আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট। তুমি যা ইচ্ছা চাইতে পার।"

শিবের পদ্মমুখ হতে এসকল বাক্য শ্রবণ করে সে বলতে লাগল, "হে দীনবন্ধু, আমাকে গুণবান স্বামী প্রদান করুন।" এ কথাটি সে পরপর পাঁচবার বলল। তখন শিব বললেন, "যেহেতু তুমি

পাঁচবার এ কথাটি বলেছ, তাই তোমার পঞ্চস্বামী হবে।” শিবের বাক্য শুনে কন্যা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলতে লাগল, “হে প্রভু! একজন কন্যার পাঁচজন স্বামী থাকাটা খুবই নিন্দাজনক। দয়া করে আপনার বাক্য ফিরিয়ে নিন।”

শিব তখন গম্ভীরভাবে বললেন, “এটি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি আমার কাছে যা চেয়েছ, তাই পাবে। তুমি পরবর্তী জন্মে পাঁচজন স্বামী পাবে। পূর্বে দুর্বাসা মুনির করুণাপূর্ণ উপদেশ না মেনে তুমি পুরুষোত্তম মাসকে অবজ্ঞা করে অপরাধ করেছ। হে ব্রাহ্মণপুত্রী! দুর্বাসা ও আমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ব্রহ্মাদি সকল দেবতা ও নারদ প্রভৃতি সকল মুনি-ঋষি এই ব্রত পালন করে। পুরুষোত্তম ব্রত পরায়ণ ভক্ত এ জীবনে সকল সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং জীবনান্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেন। এই পুরুষোত্তম মাসের প্রতি অপরাধের ফলে তুমি পরবর্তী জীবনে পাঁচ স্বামী পাবে।” এ বলে শিব অন্তর্হিত হলেন। তখন ব্রাহ্মণী অত্যন্ত বিষণ্ন হলেন। এভাবে কিছুকাল পর সে দেহত্যাগ করল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন– হে অর্জুন! ইতোমধ্যে রাজা দ্রুপদ একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে ঐ ব্রাহ্মণ কন্যা রাজা দ্রুপদের কন্যারূপে আবির্ভূত হলেন। মেধা ঋষির কন্যাই দ্রৌপদী হিসেবে জগতে বিখ্যাত হয়েছেন।

পূর্ববর্তী জন্মে পুরুষোত্তম মাসের নিন্দার ফলে কুরুসভায় তাঁকে তাঁর পঞ্চস্বামীর সম্মুখেই দুঃশাসনের দ্বারা অপমানিত হতে হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত আমাকে স্মরণ করে আমার আশ্রয় গ্রহণের ফলে আমি তাকে সবথেকে লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করি। হে পাণ্ডবগণ! দয়া করে আসন্ন পুরুষোত্তম ব্রত পালনের কথা ভুলো না। যে ব্যক্তি পুরুষোত্তম মাসের নিন্দা করবে সে কখনও সৌভাগ্য লাভ করবে না। তাই পুরুষোত্তম মাস তোমাদের সকল ইচ্ছা পূরণে এবং সমস্ত দুঃখ দূরীকরণে সমর্থ। এখন তোমাদের চৌদ্দ বছরের বনবাস শেষ হতে চলেছে। নিষ্ঠার সাথে এই ব্রত পালন কর, যাতে সকল সৌভাগ্য লাভ করতে পার। এভাবে পাণ্ডবদের সান্ত্বনা প্রদান করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

কিছুদিন পর পুরুষোত্তম মাসের আগমন হলে যুধিষ্ঠির মহারাজ তার অনুজ ভাইদের এবং দ্রৌপদীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তারা সকলেই বিভিন্নভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার মাধ্যমে পুরুষোত্তম মাস অতিবাহিত করলেন। এই ব্রতপ্রভাবে তারা তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পেলেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অবশেষে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হলেন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত কোনো শুদ্ধভক্তের মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথা শ্রবণে নিজেকে নিয়োজিত করা। এভাবে একজন

ভক্তের কর্তব্য, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা ও তার লীলাবিলাস সম্বন্ধে অন্য ভক্তদের নিকটে আলোচনা করা। হৃদয়ে সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা করার মাধ্যমে তৃপ্ত হওয়া যায়। যদি কেউ গৃহস্থ হন তবে তার সৎ ও শান্তিপূর্ণভাবে গৃহস্থালি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত। তার কোনোরকম বিবাদে জড়ানো উচিত নয় এবং সাধুদের প্রতি ভক্তিমান ও দরিদ্রের প্রতি দয়ালু হওয়া কর্তব্য। গোরক্ষা, সদালাপ, দয়া এবং অহিংসা– এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলো গৃহস্থদের অনুসরণীয় হওয়া উচিত।

সুত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদের সম্মুখে ভগবান নারায়ণ ও নারদমুনির এই কথোপকথন বর্ণনা করে চললেন। তিনি বললেন, "হে ঋষিগণ! ভগবান নারায়ণের নিকটে এই পুরুষোত্তম মাসের মহিমা শ্রবণ করে নারদ মুনি অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি বারবার দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে বলতে লাগলেন, "এই পুরুষোত্তম মাস সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমনকি যদি কেউ ভক্তিভরে কেবল এই ব্রত মাহাত্ম্য শ্রবণও করে, সে অচিরেই ভগবৎসেবা লাভ করেন এবং সকল পাপ কর্মফল থেকে মুক্ত হন। পুরুষোত্তম ব্রত প্রভাবে অচিরেই সকল সৌভাগ্য লাভ করে গোলোক বৃন্দাবনে গমন করেন।"

নারদ মুনি বললেন, "হে ভগবান! এখন আমার হৃদয় ও মন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হলো। আপনি জয়যুক্ত হোন।" এভাবে পুরুষোত্তম মাসের মহিমা বর্ণনা করার পর গঙ্গাস্নান ও অন্য

কৃত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য সুত গোস্বামী সমবেত মুনিদের নিকটে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। তারা কৃতজ্ঞতার সাথে সম্মত হলেন এবং তিনি তখন তাদের প্রণতি নিবেদন করে গঙ্গাস্নানে গেলেন। নৈমিষারণ্যের ঋষিগণ তখন পরস্পর বলতে লাগলেন, "ওহ! এই পুরুষোত্তম মাস সবথেকে মহিমাপূর্ণ এবং এর ইতিহাস অতি প্রাচীন। এটি কল্পতরুর ন্যায় ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূরণে সমর্থ। পুরুষোত্তম মাসের জয় হোক।"

পুরুষোত্তম মাসে করনীয়

স্মার্তগণ পুরুষোত্তম মাস বা অধিমাসকে 'মলমাস' বলে এই মাসে সমস্ত শুভকার্য পরিত্যাগ করে থাকেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মাসকে পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য অন্য সকল মাস থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে নির্ণয় করেছেন। তিনি নিজের নামানুসারে এই মাসের নাম 'পুরুষোত্তম' মাস রেখেছেন।

শ্রীবাল্মীকি-দৃঢ়ধন্বা সংবাদে উক্ত আছে,

পুরুষোত্তম মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্ ॥

– হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্বক পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে ষোড়শোপচারে পূজা করবে।

নৈমিষক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী সমবেত ঋষিদেরকে বললেন,

ভারতে জনুরসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমং।
ন সেবন্তে ন শৃন্বতি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ ॥
গতাগতং ভজন্তেহত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি।
পুত্রমিত্র কলত্রাপ্ত-বিয়োগদ্দুঃখভাগিনঃ ॥
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রান্যুদাহরেৎ।
ন স্বপ্নেৎ পরশয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ ॥
পরপবাদন্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্বীত পরক্রিয়াম্ ॥
বিত্তশাঠ্যং কুর্বাণোদানং দদ্যাদ্দিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ ॥
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্ত্বা ভোজনমুত্তমম্।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্ ॥
তস্মাৎ সর্বপ্রযন্তেন সংসেব্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
সর্বসাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সবার্থফলদায়কঃ ॥
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপাল গোপরূপিণম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপীকাপ্রিয়ম্ ॥
কৌণ্ডিন্যেন পুরাপ্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ॥

ধ্যায়েন্নবঘনশ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্ ।
লসৎপীতপটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্ ॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্নাসং পূজয়ন পুরুষোত্তমম্ ।
এবং যাঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্বমাপ্নুয়াৎ ॥

"ভারতভূমিতে জন্মলাভ করে যে গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম ব্রতকথা শ্রবণ ও ব্রত পালন করে না, সেই দুর্ভাগাগণ জন্ম-মরণ এবং পুত্র-মিত্র, কলত্র ও নিজজন বিয়োগজনিত দুঃখভাগী হয়। হে দ্বিজবরগণ! এই পুরুষোত্তম মাসে বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি আলোচনা করবে না, পরশয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করবে না; পরনিন্দা, পরান্নভোজন ও পরকার্য করবে না, বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মণকে দান করবে। ধন থাকার পরেও বিত্তশাঠ্য করলে রৌরব গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টম ভাগে ভোজন করবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ প্রমুখ রাজগণ শ্রীপুরুষোত্তমকে আরাধনা করে ভগবৎসামীপ্য লাভ করেছিলেন। সর্বপ্রকার যত্নের সাথে পুরুষোত্তমের সেবা করবে। এই সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্বার্থফলপ্রদ। 'গোবর্দ্ধন ধরং' এই মন্ত্র জপ করে কৌণ্ডীন্য মুনি শ্রীপুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নবঘন-দ্বিভুজ মুরলীধর, পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সাথে নিয়ত ধ্যান করতে হবে। যিনি পুরুষোত্তম মাসে ভক্তিপূর্বক এরূপ করেন, তিনি সর্বাভীষ্ট লাভ করেন।"

পুরুষোত্তম মাসে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানার্থে নানাবিধ ব্রতনিয়ম গ্রহণ করা যেতে পারে। কীভাবে সময়ের সর্বোচ্চ উপযোগ করে ভগবানের সেবা করা যায় সেটাই সংকল্প হওয়া উচিত। তবে সর্বাগ্রে এটা খেয়াল রাখা উচিত যে, নিয়মগুলো (ব্রতের সংকল্প) যেন শুধু লোকদেখানো বা নিয়মাগ্রহ না হয়ে থাকে। ব্রতের সময়সীমা পর্যন্ত যেন সেগুলো পালন করা যায় সেটাও বিবেচনা করতে হবে।

বিভিন্ন রকম নিয়ম গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা–

প্রাতস্নান ও মঙ্গল আরতি

এই মাসে প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তের পূর্বে গাত্রোত্থান করে স্নান ও মঙ্গল আরতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। এ মাসে এমনকি একবার তীর্থস্নান করলে বারো হাজার বছর ধরে গঙ্গাতে স্নান করার সমান ফল বা বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে প্রবেশ করলে গঙ্গা বা গোদাবরী স্নানে যে ফল লাভ হয়, তা প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে। এ স্নানের ফলে সকল দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন

পুরুষোত্তম মাসে প্রতিদিন নির্ধারিত সংখ্যামালার অতিরিক্ত (২৪, ৩২, ৩৩, ৪৮, ৬৪ বা তদূর্ধ্ব) জপ করা উচিত এবং যতবেশি সম্ভব হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করা উচিত।

স্তোত্র পাঠ

প্রতিদিন 'চৌরাগ্রগণ্য পুরুষাষ্টকম্', 'জগন্নাথাষ্টকম্', 'নন্দনন্দনাষ্টকম্', 'রাধা-কৃষ্ণ কৃপাকটাক্ষস্তোত্রম' প্রভৃতি নিজাভীষ্ট স্তোত্রাবলী পাঠ ও পূর্বতন আচার্যকৃত ভজন কীর্তন করা উচিত।

বিশেষ সংখ্যা: ৩৩

এ মাসে ৩৩ সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশে ৩৩ বার দণ্ডবৎ প্রণাম, ৩৩ সংখ্যক প্রদীপ দান, ৩৩ সংখ্যক ফল ও পুষ্প প্রদান প্রভৃতি যেকোনো সেবায় ৩৩ সংখ্যার ব্যবহার। (পুরাণে বর্ণিত আছে, এ মাসে কৌশিক মুনি ও তাঁর পুত্র মৈত্রেয় মুনি ব্রাহ্মণ গণকে ৩৩ সংখ্যক আপূপ দান করেছিলেন। আপূপ- আতপ চাল, শর্করা ও ঘৃত দ্বারা তৈরি পিষ্টক বিশেষ)

দীপ দান
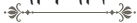
পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য প্রতি সন্ধ্যায় ঘৃত প্রদীপ প্রদান করা কর্তব্য। সামর্থ্য থাকলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিল তৈল-প্রদীপ দেওয়া উচিত।

যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং তন্ত্রাণি সকলানপি।
পুরুষোত্তমদীপস্য কলা নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥

অনুবাদ : অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্যজ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়া পুরুষোত্তম মাসে দীপ দানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ

এ মাসে প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্য সদ্‌গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা উচিত। বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে বর্ণিত ব্রহ্মস্তুতি ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে।
তৎপুণ্যং বচসা বক্তুং বিধাতা হি ন শক্নুয়াৎ ॥

– পুরুষোত্তম মাসে ভক্তিপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করবে। ভাগবত শ্রবণের পুণ্য, বিধাতাও বলতে পারে না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রাম শিলার অর্চন করবেন।

হবিষ্যান্ন গ্রহণ

পুরুষোত্তম ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করবেন। গম, আতপ চাল, মুগ ডাল, যব, তিল, মটর, কাঙ্গলী তণ্ডুল, উড়ি তণ্ডুল, বেতোশাক, হেলেঞ্চা শাক, আদা, কালশাক, মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, কলা, সৈন্ধব ও সামুদ্রিক লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃত দুগ্ধসার, কাঁঠাল, আম, হরীতকী, পিপ্পল, জিরা, শুঁঠ, তেঁতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকী, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্র অতৈলপক্ব ব্যঞ্জনাদি দ্রব্য– এ সমস্তই হবিষ্যান্ন।

অন্য নিয়মাবলি

সর্বপ্রকার আমিষ, মৎস্য, মাংস, মধু, কুলকর্কটী ফল, সরিষা এবং

সমস্ত মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করবে। ছোলা ডাল, তিল, তৈল, কাঁকরযুক্ত অন্ন, ভাবদুষ্ট-ক্রিয়াদুষ্ট-শব্দদুষ্ট দ্রবসকল পরিত্যাগ করবে। পরান্ন ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার গমন পরিত্যাগ করবে। পুরুষোত্তম মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহাজনের নিন্দা পরিত্যাগ করবে। জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ, আমিষ ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ালেবু আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসুরিকা এবং পর্যুসিত অন্ন আমিষ। ছাগী, গাভী ও মহিষ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রিত সর্বপ্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্রপাত্রস্থিত গব্য, চর্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন আমিষ।

ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলীতে ভোজন, বিকালে ভোজন পুরুষোত্তম মাসে প্রশস্ত। রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজদ্বেষী, বেদবাহ্য– এ সকল ব্যক্তির সাথে আলাপ করবে না। এ সকল ব্যক্তির দৃষ্টি এবং কাকদৃষ্ট অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত অন্ন ও দগ্ধান্ন গ্রহণ করবে না। পেঁয়াজ, রসুন, মুস্তা, ছত্রাক, গাজর, নালিতা, কেমুক- নামক মুলা, শাজনা– এ সকল পরিত্যাগ করবে। কার্তিক এবং মাঘেও এসকল নিয়মে ব্রত করবে।

প্রাতঃকালে উঠে পৌর্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্বক হৃদয়ে স্মরণ করে পূর্বোক্ত নিয়মগুলো গ্রহণ করবে। ব্রত তিন প্রকার– উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন গ্রহণ এবং এক

ভোজন। ব্রতীর পক্ষে যেটি কর্তব্য বলে বোধ হয়, তা নিশ্চয় করে এই ব্রত আচরণ করবে।

এ মাসে ব্রত শতক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা ক্রতু (এক প্রকার যজ্ঞ) করে স্বর্গ লাভ হয়। কিন্তু যিনি পুরুষোত্তম ব্রত করেন, তাঁর দেহে সকল তীর্থক্ষেত্র ও দেবতাগণ অবস্থান করেন।

প্রয়োজনীয় মন্ত্রাবলি

অর্ঘ্য

দেব দেব নমস্তুভ্যং পুরাণ পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে ॥

নীরাজন

নীরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকারমণং প্রেম্না কোটীকন্দর্প সুন্দরম্ ॥

ধ্যান

অন্তর্জ্যোতিরত্ন রত্নরচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধু-বৃন্দাবনে সুন্দরম্ ॥
ধ্যায়েদ্ রাধিকয়া সকৌস্তুভমণি-প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
রাজদ্ রত্নকীরিট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্রপীতাম্বরম্ ॥

প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি

বন্দে নবঘনশ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরং।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্ ॥
নৌমি নবঘনশ্যামং পীতবাসসমচ্যুতং।
শ্রীবৎসভাসিতোরস্কং রাধিকাসহিতং হরিম্ ॥

জপ

গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপাল গোপরূপিণম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপীকাপ্রিয়ম্ ॥

চৌরাগ্রগণ্যপুরুষাষ্টকম্

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং
গোপাঙ্গনানাং চ দুকূলচৌরম্ ।
অনেক জন্মার্জিত পাপচৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥১॥

অনুবাদঃ

যিনি ব্রজে নবনীত চোর ও গোপাঙ্গনাদের বসন চোর বলে প্রসিদ্ধ ও যিনি স্বীয় ভক্তদের অশেষ জন্মার্জিত পাপসকল হরণ করেন, সেই চোর শিরোমনিকে আমি নমস্কার করি ।

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং
নবাম্বুদশ্যামলকান্তিচৌরম্।
পদাশ্রিতানাং চ সমস্ত চৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥২॥

অনুবাদঃ

যিনি রাধিকার চিত্ত চোর, যিনি নবজলধরমেঘের কান্তি চোর ও যিনি স্ব-চরণাশ্রিত ভক্তগণের সর্বস্ব হরণ করেন, সেই চোর শিরোমনিকে আমি প্রণাম করি।

অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ
করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম্।
কেনাপ্যহো ভীষণচৌর ঈদৃগ্
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগত্রয়েহপি ॥৩॥

অনুবাদঃ

যিনি স্বচরণাশ্রিত ভক্তদের অকিঞ্চন করে (তাদের স্ত্রী-পুত্র, ধনাদি সর্বস্ব হরণ করে) তাদেরকে গৃহহীন ও পথের ভিক্ষুক করেন, তাঁর ন্যায় ভীষণ চোর জগতে কেউ দেখেওনি বা শোনেনি।

যদীয় নামাপি হরত্যশেষং
গিরি-প্রসারানপি পাপরাশিন্।
আশ্চর্যরূপঃ ননু চৌর ঈদৃগ্
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন ময়া কদাপি ॥৪॥

অনুবাদঃ

যাঁর নাম মাত্রেই জীবের পর্বত প্রমাণ পাপরাশি নিঃশেষে হরণ করেন, এরূপ আশ্চর্য চোর আমি কখনও দেখিনি বা শুনিনি।

ধনং চ মানং চ তথেন্দ্রিয়াণি
প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্বমেব।
পলায়সে কুত্র ধৃতোহদ্য চৌর
ত্বং ভক্তিদাম্নাসি ময়া নিরুদ্ধঃ ॥৫॥
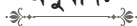
অনুবাদঃ

হে চোর! তুমি আমার ধন, মান, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতি হরণ করে কোথায় পলায়ন করছ? আমি তোমাকে ভক্তিরজ্জু দ্বারা বেঁধে রাখলাম।

ছিনৎসি ঘোরং যমপাশবন্ধং
ভিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধম্।
ছিনৎসি সর্বস্য সমস্তবন্ধং
নৈবাত্মনো ভক্তকৃতং তু বন্ধম্ ॥৬॥

অনুবাদঃ

তুমি মনুষ্য মাত্রেরই ঘোর যমপাশ ছিন্ন করতে পার, তার ভয়ানক সংসার বন্ধনও ছিন্ন করতে পার। এমনকি সকলের সবরকম বন্ধনই ছিন্ন করতে পার; কিন্তু স্বভক্তকৃত নিজ বন্ধন ছিন্ন করতে পার না।

মন্মানসে তামসরাশিঘোরে
কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ।
লভস্ব হে চৌর! হরে! চিরায়
স্বচৌর্যদোষোচিতমেব দণ্ডম্ ॥৭॥

অনুবাদঃ

হে চোর, তুমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুঃখময় কারাগৃহ রূপ আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য নিবদ্ধ হয়ে নিজের চৌর্যকার্যের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করো।

কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়ে
মদ্ভক্তিপাশদৃঢ়বন্ধন-নিশ্চল সন্ ।
ত্বাং কৃষ্ণ হে! প্রলয়কোটিশতান্তরেহপি
সর্বস্বচৌর হৃদয়ান্নহি মোচয়ামি ॥৮॥

অনুবাদঃ
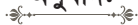
অতঃপর তুমি আমার হৃদয় কারাগারে আমার ভক্তিপাশ দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়ে সর্বদা নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। হে কৃষ্ণ! হে আমার সর্বস্ব চোর! শতকোটি প্রলয়াবসানেও হৃদয় কারাগার হতে তোমাকে মুক্ত করব না।

মহিমাসূচক উদ্ধৃতিসমূহ
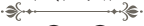
লক্ষ্মীদেবী

লক্ষ্মীদেবী বললেন, "এই পরম শ্রব্য, পবিত্র থেকেও পবিত্রতম, দুঃস্বপ্নহর, পুণ্য আখ্যান শ্রোতৃগণের পরম যত্নে শ্রবণীয়। শ্রদ্ধাযুক্ত নর যদি এর শ্লোক বা শ্লোকার্ধ পরিমাণও পাঠ করেন, তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি মহাপাতক হতে মুক্ত হয়ে থাকে। পক্ষীগণের মধ্যে যেমন গরুড়, নদীগণের মধ্যে গঙ্গা এবং তিথিসমূহের মধ্যে দ্বাদশী শ্রেষ্ঠ, তেমনি মাসসমূহের মধ্যে এই পুরুষোত্তম মাসই সর্বোত্তম।"

(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬২/২৬-২৮)

সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থকার্যে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন অনিত্য। জীবনের কোনো অংশই বৃথা যাপন

করা উচিত নয়। সর্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরিভজনে উপযোগী হউক– ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্মশূন্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ শাস্ত্র বলেন,- হে জীব ! কেন অধিমাসে হরিভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্ গোলোকনাথ-কর্ত্তৃক সর্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমনকি, ইহা কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহা-পুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এইমাসে বিশেষ ভজন-বিধির সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন কর, সমস্ত লাভ হইবে। পরমার্থী তিন প্রকার– স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্বোক্ত কার্যসকল স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষেই বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য নির্দিষ্ট কার্তিক মাস ব্রত পালনের নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম ব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, নিয়মের সহিত অহরহ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন। ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্তভাব-ভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম মাস পালন করতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং 'অধিমাস' ভক্তমাত্রেরই প্রিয় মাস, যেহেতু ঘটনাক্রমে এই মাসে কোনো কর্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী,
দ্বিতীয় অধ্যায়- অভিধেয় তত্ত্ব, পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

কার্তিক মাসের বিশেষত্ব হচ্ছে এমাসে কৃষ্ণভাবনাবিহীন ব্যক্তিরাও কিছু সেবা করার প্রেরণা পায়। যারা কৃষ্ণভাবনাময় কোনোকিছু করে না, তারা এ মাসে আন্তরিকভাবে সেবা করার অনুপ্রেরণা লাভ করে। এ বিষয়ে একটি ভালো উদাহরণ দেওয়া যায়, অনেক সময় বড় দোকানগুলো ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে মূল্যছাড় দেয়। কিন্তু যারা দোকানের নিয়মিত ক্রেতা, তাদের জন্য এমন ছাড় গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তারা পণ্যটির গুরুত্ব বোঝে, তাই যেকোনো মূল্যে তা ক্রয় করবে। তেমনি যারা ভগবানের শুদ্ধভক্ত তারা কোনোরকম ছাড়ের অপেক্ষা না করেই বছরের ৩৬৫ দিনের ২৪ ঘণ্টাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকে।

(জয়পতাকা স্বামীকে পত্র, জানুয়ারি ৩০, ১৯৬৯)

[শ্রীল প্রভুপাদ যদিও কার্তিক মাস প্রসঙ্গে এটি বলেছিলেন, পুরুষোত্তম মাসের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।]

শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

বছরের সকল মাসের মধ্যে কার্তিক মাস বা দামোদর মাসে ভক্তিমুলক সেবা অন্যান্য সাধারণ মাসগুলোর চেয়ে একশত গুণ বেশি ফল প্রদান করে। কিন্তু পুরুষোত্তম মাস যা কিনা তিন বছরে একবার আসে, তার গুরুত্ব দামোদর মাসের চেয়ে এক

হাজার গুণ বেশি। তাই এ মাসটি সকলের কাছে হরিনাম করার, ভগবৎসেবা করার অথবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদীপ দেখানোর একটি মহান সুযোগ। এই প্রকারে তারা তাদের পারমার্থিক সেবা বৃদ্ধি করতে পারে অথবা শুরু করতে পারে। পুরুষোত্তম মাস চলাকালীন সময়ে স্মার্ত মতে কোনো সংস্কারাদি অথবা বিবাহের কোনো অনুমোদন নেই। স্মার্তরা এই মাসকে পছন্দ করে না কিন্তু এ মাসে পারমার্থিক কার্যাবলীর মাধ্যমে অধিক সুকৃতি আদায় করা যায়।

প্রবচন, জুন ২৮, ২০১৫,
বসন্ত কুঞ্জ, দিল্লী।

আমরা জানি যে, দামোদর মাসের চেয়ে 'পুরুষোত্তম মাসটি' হাজার গুণ বেশি উপকারী, উপরন্তু এই শ্রীবৃন্দাবন ধামে বসে যেকোনো কিছুই আমরা করি না কেন তা এক হাজার গুণ বেশি ফল প্রদান করে। সুতরাং তা হলো এক সহস্র গুণের সহস্র গুণ, অর্থাৎ দশ লক্ষ বার। যা ঠিক দশ পয়সা খরচে আমেরিকা যাবার মতো।

প্রবচন, জুলাই ১৩, ২০১৫,
বলরাম হল, বৃন্দাবন, উত্তর প্রদেশ।

হরিনাম সংকীর্তনই একমাত্র যুগধর্ম

যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন।
চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥

শ্রীচৈ.চ. আদি ৩.১৯

কলিযুগে যুগধর্ম– নামের প্রচার।
তথি লাগি' পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥

শ্রীচৈ.চ. আদি ৩.৪০

ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগে ধর্ম– নামসংকীর্তন সার ॥

শ্রীচৈ.চ. আদি ৩.৫০

সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥

শ্রীচৈ.চ. আদি ৩.৭৭/৭৮

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম ॥

শ্রীচৈ.চ. আদি ৭.৭৪

তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥

কলিযুগে ‘ধর্ম’ হয় ‘হরি-সংকীর্তন’।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥

শ্রীচৈ.ভা. আদি ২.২১

ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম স্থাপিয়াছে করি’ পরচার ॥
চারিযুগে চারি ধর্ম রাখি ক্ষিতি তলে।
স্বধর্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ স্থানে চলে ॥
কলিযুগ ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন।
চারিযুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোনো ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥

শ্রীচৈ.ভা. আদি ১৪.১৩৩/১৩৯

সংকীর্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
কীর্তন বিরোধী পাপী করিমু সংহার ॥

শ্রীচৈ.ভা. মধ্য ২৩.৪০২

মোর এই সংকীর্তন যজ্ঞের মহিমা।
সর্বশাস্ত্রে কহে ইহার মহিমা গরিমা ॥
সর্বধর্মসার এই সংকীর্তন ধর্ম।
বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম ॥

শ্রীচৈ.ম. মধ্য ৯.৭৩/৭৪

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥

অনুবাদঃ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তিযোগ, তা-ই মানব সমাজে জীবের পরম ধর্ম। (শ্রীমদ্ভাগবত ৬.৩.২২)

***চৈ.চ.- শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; চৈ.ভা.- শ্রীচৈতন্যভাগবত; চৈ.ম.- শ্রীচৈতন্যমঙ্গল**

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলিকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজে হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ’ তাঁকে ‘ভক্তিবেদান্ত’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং ‘অন্য লোকে সুগম যাত্রা’ নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন। তার সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হলো তার গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারনে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরেজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকান ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা সহস্রাধিক।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চৌদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচির পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য